অন্তর্য্যামী

শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ

মূল্য ৷৹ আনা

অন্তর্যামী

কেমনে লাগিয়া গেছ, মন-তটে !
কেমনে জড়ায়ে গেছ, আঁখি-পটে !
সকল দরশ মাঝে
তুমি উঠ ভেসে !
সকল পরশ মাঝে
তুমি উঠ হেসে !
সকল গণনা মাঝে
তোমারেই গুণি !
সকল গানের মাঝে
তব গান শুনি !
ওগো তুমি মালাকর
মন-মালিকার !
সাথী তুমি, সাক্ষী তুমি
সব সাধনার !
কেমনে জ্বালিলে দীপ, আঁখি-আগে !
নিরখি নিরখি মোর, প্রাণ জাগে !

(২)

যখনি দেখিতে নারি, অন্ধকার আসে,
পথ খুঁজে মরে প্রাণ, তারি চারি পাশে !
কোথা হ'তে জ্বাল দীপ, সম্মুখে তাহার ?
নয়নে দরশ আসে, চলে সে আবার !
যখনি হৃদয় যন্ত্রে ছিঁড়ে যায় তার,
সুরহীন হয়ে আসে সঙ্গীতের ধার
কোথা হ'তে অলক্ষিতে তুমি দাও সুর ?
মহান সঙ্গীতে হয় প্রাণ ভরপূর !

(৩)

ঘুরিতে ঘুরিতে আজ জীবনের অন্ধকারে
সম্মুখে সকলি বন্ধ, দুই পথ দুই ধারে !
কোন পথে যাব আজ ভেবে ভেবে নাহি পাই।
কে দেখাবে আলো মোরে ? কেহ নাই ! কেহ নাই !

কিছু নাই কিছু নাই পরাণের চারি পাশে !
আঁধার নয়নে আরো আঁধার ঘনায়ে আসে।

হে মোর বিজন বঁধু, হে আমার অন্তর্যামী !
কতদিন কতবার আভাস পেয়েছি আমি !
আজ কি বঞ্চিত হব, ফেলে যাবে একেবারে ?
এ মহা বিজন রাত্রে এই ঘোর অন্ধকারে ?
হা হা ! হা হা ! করি উঠে পরিচিত হাস্যরব !
কোথা তুমি কোথা তুমি এযে অন্ধকার সব !
যেখানেই থাক নাথ ! আছ তুমি আছ তুমি !
সকল পরাণ মোর তোমার চরণ ভূমি।
ভাবনা ছাড়িনু তবে ; এই দাঁড়াইনু আমি !—
যে পথে লইতে চাও ল'য়ে যাও অন্তর্যামী।

(৪)

যে পথেই ল'য়ে যাও যে পথেই যাই ;
মনে রেখ আমি শুধু, তোমারেই চাই !
প্রথম প্রভাতে সেই বাহিরিনু যবে,
তোমার মোহন ওই বাঁশরীর রবে,
সেদিন হইতে বঁধু !—আলোকে আঁধারে
ফিরে ফিরে চাহিয়াছি পরাণের পারে !
তোমারে পেয়েছি কি গো ? তাত মনে নাই !
সদাই পাবার তরে নয়ন ফিরাই !
শৈশবে পথের ধারে করিয়াছি হেলা ;
সে কি শুধু অকারণ আপনার খেলা ?
সে দিন তোমারে বঁধু ! পারিনি ধরিতে !—
আমার খেলার মাঝে মোরে খেলাইতে !

প্রমোদের দীপ জ্বালি খুঁজেছি তোমারে
যৌবনে সকল মনে আপনা বিকাই।
পুষ্পিত ঝঙ্কৃত সেই আলোক আগারে
কেমনে রাখিলে বঁধু! আপনা লুকাই!
সুখের মাঝারে শুধু সুখ খুঁজি নাই।
তুমি জান দুঃখ মাঝে করেছি সন্ধান
তোমারে তোমারে শুধু; পাই বা না পাই,
বঁধু হে! তোমারি লাগি আকুল পরাণ!
বঁধু হে! বঁধু হে! আমি তোমারেই চাই!—
যে পথেই ল'য়ে যাও, যে পথেই যাই!

(৫)

এ পথেই যাব বঁধু? যাই তবে যাই!
চরণে বিঁধুক কাঁটা তাতে ক্ষতি নাই!
যদি প্রাণে ব্যথা লাগে, চোখে আসে জল,
ফিরিয়া ফিরিয়া তোমা ডাকিব কেবল।
পথের তুলিব ফুল কাঁটা ফেলি দিব
মনে মনে সেই ফুলে তোমা সাজাইব!
গুন গুন গাহি গান পথ চলি যাব,,—
মনে মনে সেই গান তোমারে শুনাব!
দরশন নাই দিলে কাছে কাছে থেক!—
যদি ভয় পাই বঁধু! মাঝে মাঝে ডেক!

(৬)

ভরা প্রাণে আজ আমি যেতেছি চলিয়া
তোমারি দেখান এই বন পথ দিয়া !
কত না সোহাগ ভরে তুলিতেছি ফুল
কত না গরবে মোর হৃদয় আকুল !
কত না বিচিত্র রাগে পরাণ কাঁপিছে !
কত না আশার আশে হৃদয় নাচিছে !
কে যেন কহিছে কথা হৃদয় মাঝারে !
কে যেন আঁকিছে আলো নিশীথ আঁধারে ।
কে যেন কিজানি মোরে করায়েছে পান,—
বাতাসে পত্রের মত মর্ম্মরে পরাণ ।
যেন কার তালে তালে ফেলিছি চরণ
যেন কার গানে গানে ভরিছি জীবন ।
তোমারি মোহিনী এ যে তোমারি মোহিনী
ভাবে ভোর তাই বঁধু ! বুঝিতে পারিনি ।

(৭)

কেমন ক'রে লুকিয়ে থাক এত কাছে মোর !
বুকের মাঝে কেমন করে ! চোখে বহে লোর !
দিবস নিশি কতই তব কথা শুনি কানে !
প্রাণের মাঝে তোলা পাড়া মানে অভিমানে ।
পরশ তব স্বপন সম প্রাণে আনে ঘোর
নিশাস তব মুখে লাগে কাঁপে প্রাণ মোর !
তোমার প্রেমে এত জ্বালা, আগে নাহি জানি !
চোখের জলে ভেসে ভেসে আজি হার মানি ।
ছেড়ে দাও ত চলে যাই তুমি থাক পিছে
দরশ যদি নাহি দিলে সোহাগ করা মিছে !

(৮)

ক্ষম অভিমান বঁধু ক্ষম অভিমান
আঁধারে তোমার লাগি ঝরিছে নয়ান !
বাহু বাড়াইয়া দিলে কিছু নাহি পাই,
শূন্য মনে ভূমি তলে কাঁদিয়া লুটাই ।
বুঝি এই প্রেমে লাগে অনেক সাধনা :—
তবে ছেড়ে দিনু আমি ! করগো রচনা
আমার জীবন লয়ে যাহা তুমি চাও !—
পরাণের তারে তারে আপনি বাজাও !
আমি কাঁদিব না আর, কথা নাহি কব,
নয়ন মুদিয়া শুধু পথে প'ড়ে রব ।

(৯)

কাঁদিব না মুখে বলি, আঁখি নাহি মানে,
পরাণে কেমন করে, পরাণি তা জানে!
রাগ করিও না বঁধু! আঁখি যদি ঝরে,
তুমি জান সেই অশ্রু তোমারই তরে!
এত ক'রে চাপি বুক তবু হাহাকার
ছিঁড়িয়া হৃদয় মোর উঠে বার বার!—
সে শুধু তোমারি তরে, তোমা পানে ধায়,—
তোমারে না পেয়ে, মোর বুকে গরজায়।
এই অশ্রু এই ব্যথা এই হাহাকার
তুমি না লইবে যদি, কারে দিব আর?

(১০)

মরম আঁধারে বঁধু ! প্রদীপ জ্বালাও !
আমার সকল তারে, বাজাও বাজাও ;
আপনি বাজাও ! আমি কথা নাহি কব !
নয়ন মুদিয়া আমি শুধু চেয়ে রব !

(১১)

কোন ছায়ালোক হ'তে প্রাণের আড়ালে,
এমন সোহাগ ভরে প্রদীপ জ্বালালে !
ওগো ছায়ারূপী ! কোন ছায়ালোকে তুমি
তুলিতেছ গীতধ্বনি, হৃদি তন্ত্রী চুমি
মোহন পরশে ? আমি কথা নাহি কই !
বঁধুহে ! নয়ন মুদে শুধু চেয়ে রই !

(১২)

কোথা ওই ছায়ালোক কোথা প্রাণ খানি।
এই প্রাণ প্রান্ত হ'তে কত দূর জানি!
কত দূর, কত কাছে, ভেবে নাহি পাই!—
আঁধারের মাঝে শুধু আঁখি মুদে চাই!
এ কি মোর মরমের অজানিত দেশ?
এই প্রাণ-প্রান্ত কি গো পরাণের শেষ?
এ কি গো তোমার বঁধু! গোপন আবাস?
হোথা হ'তে মাঝে মাঝে দিতেছ আভাস?
আমি 'ত জানি না কিছু, তুমি সব জান!—
কোথা হ'তে এত ক'রে মোরে তুমি টান?

(১৩)

ওই ছায়ালোকে ভাসে নিভৃত মন্দির !
অপূর্ব্ব আলোক ভরা অন্ধকারে ঢাকা !
শত লক্ষ চূড়া তার আনন্দ গম্ভীর,
উঠেছে কোথায় যেন স্বপ্ন পটে আঁকা !
নাহি বৃক্ষ তবু আছে বৃক্ষেরি মতন
শত শত পল্লবের আড়াল করিয়া !—
শত লক্ষ পুষ্প লতা অপূর্ব্ব বরণ
পাকে পাকে উঠিতেছে ঘিরিয়া ঘিরিয়া !
উজ্জ্বল স্বপন ভরা আনন্দ গম্ভীর
ওই ছায়ালোকে ভাসে অপূর্ব্ব মন্দির !

(১৪)

নাহি মেঘ, তবু যেন ছুটা ছুটী করে
অপূর্ব্ব আলোক ছায়া মেঘেরি মতন !
নাহি চন্দ্র ! নাহি সূর্য্য ! কি যে স্বপ্ন ভরে
উজলি রেখেছে তারে, সে কোন্ গগন !
নাহি শব্দ, তবু যেন মধুর গম্ভীর
ঝরিতেছে নিরন্তর কার গীত ধার !—
প্রশান্ত আনন্দ ভরা, ধীর অতি ধীর !—
কে যেন বন্দনা করে কোন দেবতার !
বর্ণাতীত বর্ণে ঢাকা আনন্দ গম্ভীর
ওই ছায়া লোকে ভাসে নিভৃত মন্দির !

(১৫)

ওই ছায়া মন্দিরের কোথারে দুয়ার !
কোন পথে যেতে হবে ?
কে বল আমারে কবে ?
যেন হেরি মনে মনে বন্ধ চারিধার !
ওই ছায়া মন্দিরের কোথারে দুয়ার !

কঠিন পাষাণে যেন বন্ধ চারিধার
প্রবেশের পথ নাই,
যতই যাইতে চাই !
তবু আশা নাহি ছাড়ে অন্তর আমার !
ওই ছায়া মন্দিরের কোথারে দুয়ার !

(১৬)

যেতে হবে যেতে হবে যেতে হবে মোর
আমার অন্তর আত্মা, বাসনা বিভোর,
উড়ে যেতে চায় ওই মন্দিরের পানে !
প্রাণ মোর ভরপুর কি কাতর গানে !
কেন হাসিতেছ তুমি নির্ম্মম নিষ্ঠুর ?
অজানিত পথ কি গো এতই বন্ধুর ?
যেতে হবে যেতে হবে যেতে হবে মোর
যেমন করেই হউক যেতে হবে মোর !
পথ খানি যেথা থাক পাব আমি পাব,
যেমন করেই হোক যাব আমি যাব !

(১৭)

পথ খানি লাগি প্রাণ ইতি উতি চায় !—
পথের না দেখা পেয়ে কাঁদে উভরায় !
কোথা পথ কোথা পথ কোথা পথ খানি
সে পথ বিহনে যেগো সব মিছা মানি !
এ দিকে ও দিকে চাই চকিত পরাণে,
পাগলের মত ধাই পথের সন্ধানে !
এই পথ দেখি ভাবি পেয়েছি পেয়েছি !
এ পথ সে পথ নয় !—এ পথে এসেছি !
নিশ্বাস ফেলিয়া বলি, কত দূর জানি,
এই প্রাণ প্রান্ত হতে সেই পথ খানি !

(১৮)

তুমি হাসিতেছ বঁধু! তাই মনে হয়
সেই পথ খানি মোর কাছে অতিশয়!
এ দিকে ও দিকে চাই পাগলের মত
কোথা পথ? কোথা পথ? খুঁজিছি সতত।
তবু পথ নাহি মিলে! দিশা হারা মন,
রূপ রস গন্ধ নাহি—আঁধার বিজন!
সব গীতি থেমে গেছে! ছিন্ন ফুল হার,
সম্মুখে আলোক নাহি, পশ্চাতে আঁধার!
তবু সেই পথ লাগি ঘুরিছি সতত
এই ঘোর মন-বনে পাগলের মত!

(১৯)

পথের লাগিয়া মন মন-পথ-বাসী !
আমি ত আমাতে নাই, শুধু কাঁদি হাসি।
গৃহ হীন সঙ্গী হীন ! স্বপ্নে হেসে উঠি,
না পেয়ে সে পথ পুন স্বপ্ন যায় টুটি !
কে যেন আমার মাঝে পথ খুঁজে মরে,
আকুল নয়নে কার অশ্রুজল ঝরে !
সে যে আমি, সে যে আমি, আমি সে পাগল !
সব ভুলে অন্ধকারে কাঁদিছি কেবল !
মন মাঝে এক সুরে বাঁশী বাজে ওই !—
কোথা পথ কোথা পথ কই পথ কই !

(২০)

সব তার ছিঁড়ে গেছে ! এক খানি তার
প্রাণ মাঝে দিবানিশি দিতেছে ঝঙ্কার !
সব আশা ঘুচে গেছে ! একটি আশায়
ভূলুণ্ঠিত প্রাণ লতা আকাশে দোলায় !
সব শক্তি সব ভক্তি যা কিছু আমার
এক সুরে প্রাণ মাঝে কাঁদে বার বার !
সব কর্ম্ম শেষে আজ, মন একতারা
বাজিতেছে সেই সুরে অন্ধ দিশা হারা !
সেই পথ লাগি আজ মন পথ-বাসী
সেই পথ খানি মোর গয়া গঙ্গা কাশী !

(২১)

সে পথের হইতাম ধূলি কণা যদি !
আঁকড়িয়া থাকিতাম তারে নিরবধি !
বুকে বুকে থাকিতাম,
কভু নাহি ছাড়িতাম !
আঁকড়িয়া থাকিতাম তারে নিরবধি !
সে পথের পথিকের পদতলে বাজি,
মিশে মিশে হইতাম পদ-রজ-রাজি !
আঁকড়িয়া থাকিতাম,
মিশে মিশে হইতাম,
ধূলায় ধূসর তার পদ-রজ-রাজি !

(২২)

ধূলায় ধূসর তার চরণ তলায়
ধূলা হয়ে থাকিতাম দিবস নিশায় !
কিছুতে না ছাড়িতাম,
জেগে লেগে রহিতাম,
সেই পথ পথিকের চরণ তলায় !

এক দিন অকস্মাৎ কম্পিত পরাণে
তারি পায় উঠিতাম মন্দির সোপানে !
কি গান যে গাহিতাম,
হাসিতাম, কাঁদিতাম,
চরণের ধূলা হ'য়ে মন্দির সোপানে !

(২৩)

কি আর কহিব বঁধু! আমি যে পাগল!
কি যে কহি কি যে গাহি আবল তাবল!
আমি মত্ত দিশাহারা,
দীন কাঙ্গালের পারা!—
একটি আশার আশে পথের পাগল!

নয়ন দরশ হীন হৃদয় বিকল
সব অঙ্গ জর জর শিথিল বিফল!
ফিরে ফিরে গৃহে আসি
শুধু অশ্রুজলে ভাসি!
বুকে টেনে লও ওগো! পরাণ পাগল!
পাগলেরে আর তুমি, ক'র না পাগল!

(২৪)

একি ? একি ? ওই বুঝি, সেই পথ ভূমি ?
মন-মাঝে ঢেকে ঢেকে রেখেছিলে তুমি !
তুমিই দেখালে পুনঃ ! ওগো গুণ-মণি !
কত গুণের্ বঁধু তুমি কেমনে তা ভণি !
কণ্ঠ রোধ হ'য়ে আসে কথা নাহি মিলে !
কেমনে বুঝাব বঁধু ! তুমি না বুঝিলে !
সব সুখ একেবারে ফুটিবারে চায় !
সব দুঃখ গীত হ'য়ে পরাণে মিলায় !
সব আশা সব ভাষা এক হ'য়ে যায় !
একটি ফুলের মত চরণে লুটায় !

(২৫)

লও সে অঞ্জলি লও পরাণ বঁধু হে !

প্রাণারাম ! প্রাণারাম ! প্রাণ-বল্লভ হে !

দরশ তুমি নাহি দিলে,

পরশ তুমি দিও হে—

চোখে চোখে রেখ সদা পরাণ বঁধু হে !

(২৬)

শুভ লগ্নে আজ তবে, যাত্রা করিলাম !

মনো-পথের পথিক্ হ'য়ে, পথে ভাসিলাম !

আঁধার পথ আলো ক'রে

দিও তুমি সোহাগ ভরে

পরাণ ভ'রে পরশ দিও, পরাণ বঁধু হে !—

প্রাণারাম ! প্রাণারাম ! প্রাণ-বল্লভ হে !

(২৭)

বাজারে বাজারে তবে ! বাজা জয় ডঙ্কা !
নাহি লাজ নাহি ভয়, নাহি কোন শঙ্কা !
পরাণ্ খানি কাঁপ্‌ছে কত জয় মাল্য গলে,
ফুলের মত কি জানি গো ফুট্‌ছে হৃদি তলে !
সুখের মত দুঃখ আজ, দুখের মত সুখ !
কোন গানের গরবে গো ভরিয়াছে বুক ?
প্রাণের মাঝে একি শুনি ? কি নীরব ভাষা !
বুকের মাঝে কোন্ পাখী গো বাঁধিয়াছে বাসা !
পায়ের তলে বাজে পথ ! প্রাণ আজিকে রাজা !
বাজারে বাজারে তবে, জয় ডঙ্কা বাজা !

(২৮)

কি আনন্দে ভরপুর হৃদয় আমার !

বঁধু হে ! আজিকে মোর, পথ চলা ভার !

পরাণবঁধু ! বঁধু হে !

কি আর তোমায় কব হে !

আঁখি জলে ভ'রে হ'ল পথ চলা ভার !

আমার গলায় দোলা সেই মালা খানি, -

এত যে ভারের বোঝা আগে নাহি জানি !

আমার বঁধু বঁধু হে !

কি আর তোমায় কব হে !

ফুলের ভারে ভেঙ্গে পড়ি, পথ চলা ভার !

(২৯)

ওই যে কার গীতধ্বনি জয়ধ্বনির মত,

হৃদয় খানি ছাপাইয়ে উঠ্‌ছে অবিরত !

পরাণ বাঁধা কিসের জালে,

নাচ্‌ছি যেন কিসের তালে

ভরা পালে তরীর মত ভাস্‌ছি অবিরত !

অনেক দিনের অশ্রু সাধা,

এমন পথে এমন বাধা

পরাণ আমার কিসের তরে

কিজানি গো কেমন করে !—

হাল হারান তরীর মত ভাস্‌ছি অবিরত !

আমি আর কি কর্‌তে পারি !

আমি যে গো চলিতে নারি !

সুর হারান গানের মত ভাস্‌ছি অবিরত !

(৩০)

তোমার আছে অনেক সুর, একটি সুর দাও!
যে সুরটি হারিয়ে গেছে, তাহারে ফিরাও!
সেই সুরের তালে মানে,
বাঁধ্‌ব আমায় প্রাণে প্রাণে!
অনেক দিনের সাধা সুর, সেই সুরটি দাও!
তোমার আছে অনেক গান, একটি গান গাও!
যে গান আমি ভুলে গেছি, সে গান শুনাও!
দাঁড়িয়ে আছি পথের মাঝে,
সে গান জানি কোথায় বাজে!
অনেক গানের অনেক সুরে, কেন গো জ্বরাও?
আমি চাই একটি গান, সে গানটি গাও!

(৩১)

তুমি গাও একবার ! আমি গাই পুনঃ !

তোমার গান আমার মুখে কেমন শুনায় শুন !

তোমার গান তোমার রবে, আমি শুধু গাব !

তোমার কথায় তোমার সুরে, পরাণ জুড়াব !

আমার গান হ'য়ে গেছে, গাও আরেকবার !

তেম্নি তেম্নি তেম্নি ক'রে, গাও হে আবার !

তুমি যবে গাইবে বঁধু ! আমি দিব তাল !

আমি যে ভাসাব তরী তুমি ধর' হাল !

দুজনায় এম্নি ক'রে পথ চলি যাব !

(এম্নি এম্নি এম্নি ক'রে, সে মন্দির পাব

(৩২)

তুমি হেসে হেসে বঁধু! কর গোলমাল!
বোধ হয় সবি যেন স্বপনের জাল!
তবে কি বৃথায় আমি, এই পথ বাহি?
এ পথের শেষে কিগো সে মন্দির নাহি?
তবে কি বৃথাই মোর চিত্ত ছুটে যায়
ওপারের ছায়াময় মন্দিরের গায়?
এত অশ্রু এত ব্যথা নাহি ব্যর্থ হবে!—
সত্য পথ বাহিতেছি তব বংশী রবে।
তুমি জান তুমি জান, ওগো মন-বাসী!
তুমি ত ভাসালে মোরে তাই আমি ভাসি।

(৩৩)

এবার তবে চলিলাম স্ফূর্ত্তি করে বুকে
সকল জ্বালায় বাজিয়ে দেব সকল সুখে দুখে
এই ত আমার পোষা পাখী, রবে বুকে জড়িয়ে!
ঘুমিয়ে যদি পড়ে সে গো! চুমি দিব জাগিয়ে!
আঁধার যদি আসে আরো, নেব তারে টানিয়ে
প্রাণের মাঝে রাখ্‌ব তারে, প্রাণে প্রাণে বাঁধিয়ে!
তোমার গান আমার গান এক হ'য়ে যাবে!—
পথের মাঝে তরুলতা, সেই গানটি গাবে!
তবে তুমি থাক্‌বে বঁধু! থাক্‌বে কাছে কাছে!
থাক্‌বে তুমি, বুকের মাঝে, থাক্‌বে পাছে পাছে!

(৩৪)

পথের মাঝে এত কাঁটা ! আগে নাহি জানি !
কাঁটা বনের ভিতর দিয়া গেছে পথ খানি !
কাঁটায় কাঁটায় কালা কালা,
কাঁটার ডাল কাঁটার পালা,
কাঁটার জ্বালা বুকে ক'রে, গেছে পথ খানি !

কাঁটার ঘায় জ্বলে জ্বলে চল্‌ছি পথ বাহি !
বেড়া অগুনের মত
জ্বল্‌ছে প্রাণে অবিরত !—
সে জ্বালায় জ্বলে জ্বলে এই পথ বাহি !
তোমার গাওয়া প্রাণের গান,—সেই গান গাহি !

(৩৫)

তোমার পথে এত কাঁটা ! আগে নাহি জানি !
আপন হাতে যাহা দাও, তাই ভাল মানি !
একটু খানি সোহাগ দিও, দিও জ্বালাতন !
একটু খানি পরশ দিও, হোক না কাঁটাবন !
একটু খানি আলোক দিও আঁধার বন মাঝে !
একটু খানি বুকে টে'ন যখন ব্যথা বাজে !
একটু খানি ধরিয়ে দিও, তোমার গানের সুর !
সব-জুড়ান সুধা-স্রোতে, ভর্‌ব প্রাণ পুর !
কাঁটার জ্বালা ভুলে যাব, চল্‌ব গান গাহি !—
পথের শেষে দিও বঁধু ! যাহা প্রাণে চাহি !

(৩৬)

কাঁটার জ্বালায় জ্বলে মরি, বঁধু হে আবার !—
জ্বালার উপর জ্বালা ! আজি প্রাণ অন্ধকার !
জীবনের যত সুখ শেষ হ'য়ে গেছে,
যত ফুল ফুটে ফুটে ঝরে শুকায়েছে,
যত দীন দুঃখে আমি ভরেছিনু প্রাণ,
যত শ্রান্ত আনন্দের গেয়েছিনু গান ;
ছোট খাট সুখে যত উৎসবের রাতি
ফুলে ফলে সাজাতাম জ্বালিতাম বাতি,
লুকায়ে আছিল সব কি জানি কোথায় !
প্রেতের মতন আজি ঘিরেছে আমায় !

(৩৭)

সে দিনের গানগুলি মনে ক'রেছিনু
গাওয়া হ'লে সব বুঝি শেষ হ'য়ে যাবে।
হৃদয় উজাড় করি সকলি ঢালিনু!
কে জানিত তারা পুনঃ হৃদয়ে লুকাবে!
ওই ওই ওই সেই ব্যর্থ ভালবাসা!—
দীর্ণ হৃদয়ের সেই, প্রমত্ত পিপাসা!
ওই ওই ওই আসে মোর পানে চেয়ে
ভীষণ ভৈরব দল ওই আসে ধেয়ে!
কোথা যাব, কোথা যাব, কোথায় লুকাব?
ভয়ে ভেঙ্গে পড়ে প্রাণ, কেমনে বাঁচাব?

(৩৮)

ক্ষণে ক্ষণে বাঁচে প্রাণ ! ক্ষণে ক্ষণে মরে ।
বুকের মাঝে ভুতে প্রেতে, কত নৃত্য করে !
পরাণের আশে পাশে, বিভীষিকা যত
আঁখি খুলে আঁখি মুদে হেরি অবিরত !
প্রাণ খানি মোর যেন গ্রাস করিবারে,
আসে সব আসে ধেয়ে ঘোর অন্ধকারে !
চারিদিকে শুনি শুধু, বিকট চীৎকার !
পরশে অন্তরে শুধু মৃত্যুর আঁধার !
ভয়ে ত্রাসে সব অঙ্গ কাঁপে থরথর !
কাঁপিতেছে সর্ব্ব প্রাণ মৃত্যু জর-জর !

(৩৯)

এস আমার আঁধার ঘেরা ! এস ভয়হারী !
এস এস হৃদ্‌মাঝারে, হৃদয় বিহারী !
এস আমার আঁধার বুকে, এস আলো ক'রে !
এস আমার দুখের মাঝে সকল দুখ হরে !
এস আমার সকল প্রাণে ওগো প্রাণ হরা !
এস আমার সকল অঙ্গে ওগো সোহাগ ভরা !
এস আমার প্রাণের মালা ! এস মালাকর !
এস এই ঝড়ের মাঝে ! এস বুকের 'পর !
এস আমার মরণ কালে এস হাসি হাসি !
আন তোমার মরণ হরা সব্‌-ভুলান বাঁশী !

(৪০)

এস আমার মন-বাসে টিপি টিপি পাও !
চরণ তলে প্রাণে প্রাণে কুসুম ফুটাও !
তেম্‌নি করে আবেগ ভরে পিছনে দাঁড়াও !
তেম্‌নি করে হাত দুখানি নয়নে বুলাও !
তেম্‌নি করে মুখে চোকে পড়ুক নিশ্বাস !
তেম্‌নি করে দিয়ে যাও চুম্বন আভাস !
তেম্‌নি ক'রে গোপন কথা কও কানে কানে !
তেম্‌নি ক'রে গানের মত বাজ প্রাণে প্রাণে !
তেম্‌নি ক'রে কাঁদি আর তেম্‌নি করে হাসি !
তেম্‌নি ক'রে ডুবি আর তেম্‌নি করে ভাসি !

(৪১)

এস মন-বন-বাসে! এস বনমালী!
চরণ তলে ফোটা ফুল, তারি বরণ ডালি
সাজায়ে রেখেছি আজ নয়ন-জলে ধুয়ে!
পরাণ ভ'রে প্রাণ জুড়াব তোমার পায়ে থুয়ে!

তোমার পায়ে ফোটা ফুল কাঁটা নাহি তায়!
কত না আনন্দে মোর হৃদয়ে লুটায়!
এস মন-ব্রজ-বাসে! এস বনমালী
তোমার ফুলে সাজায়েছি, তোমার বরণ ডালি!

(৪২)

এস আমার প্রাণের বঁধু ! এস করুণ আঁখি !
আমার প্রাণ যে কাঁটায় ভরা, তোমায় কোথা রাখি !
প্রাণের এত কাছা-কাছি আছ তুমি চেয়ে !
তোমার ওই চোখের ছায়া আছে প্রাণ ছেয়ে !
একটু খানি দাঁড়াও তবে, কাঁটা তুলি দিব !
তোমার তরে কোমল ক'রে প্রাণ বিছাইব !
এস আমার কোমল প্রাণ ! এস করুণ আঁখি !
কাঁটা তোলা প্রাণের মাঝে আজ তোমারে রাখি !

এস আমার মৃত্যুঞ্জয় ! এস অবিনাশি !
বুকের মাঝে বাজিয়ে দাও অভয় তোমার বাঁশী !
ভয় ত্রাস ঘুচে গেছে, চির দিনের তরে !
নাইক' আর আঁধার কোন, আমার আঁখির 'পরে !
প্রাণের মাঝে আঁকে বাঁকে বিভীষিকা যত
পালিয়ে গেছে তারা সব চির দিনের মত !
থাক আমার প্রাণের প্রাণে, থাক অনুক্ষণ !
মনের মাঝে সাড়া দিও ডাকিব যখন !